৫০ লাখ পরিবারকে ঈদ উপহার প্রধানমন্ত্রীর

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়া ৫০ লাখ গরিব ও দুস্থ পরিবারকে ঈদ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতি পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা ঈদের আগেই দেয়া হবে।বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্বলিত বোতাম টিপে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন।

বিকাশ, রকেট, নগদ ও সিওর ক্যাশের মত মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে সাড়ে ১২শ’ কোটি টাকার তহবিল বিতরণ করা হবে। প্রতি পরিবারে ধরা হয়েছে চার জন সদস্য, সেই হিসাবে এই নগদ সহায়তায় উপকার ভোগী হবে দুই কোটি মানুষ। প্রতিদিন ১০ লাখ মানুষ নগদ সহায়তা পাবেন এবং পুরো তহবিল ১৪ থেকে ১৮ মে’র মধ্যে বিতরণ করা হবে।

সারাদেশে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সদস্য, শিক্ষক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এই সহায়তাপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরি করেন।

তালিকাভুক্তদের মধ্যে নগদ, বিকাশ, রকেট, এবং শিউরক্যাশ এর মাধ্যমে সরাসরি চলে যাবে এই টাকা, ফলে বাড়তি কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না তাদের। টাকা পাঠানোর খরচ সরকার বহন করবে। এই টাকা উত্তোলন করতে ভাতাভোগীদের কোনো খরচ দিতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী এই কার্যক্রম উদ্বোধন করে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অসহায়দের সহযোগিতায় আরও বেশি করে এগিয়ে আসুন। তিনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আবারও আহ্বান জানান, নিজ নিজ এলাকার অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে এবং ধান কাটায় অংশ নিয়ে কৃষকদের কষ্ট লাঘব করতে। সব ধরনের পতিত জমিতে যেকোনো ধরনের ফসল ফলানোর উদ্যোগ নিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, কোনো মানুষ যেন না খেয়ে কষ্ট না পায়। সরকার সেই চেষ্টা করছে। আপনারা মনোবল শক্ত করে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবেন। সূত্র-যুগান্তর

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১০৪১

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু, নতুন করে আরও ১০৪১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

৩০ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে চলমান সাধারণ ছুটি আরেক দফা বাড়ানো হয়েছে। ১৭ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সপ্তম দফায় ছুটি বাড়িয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে। এই ছুটির মধ্যে শবে কদর ও ঈদের ছুটিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কারোনাভাইরাস বিস্তার রোধে সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ১৬ মে’র পর শর্তসাপেক্ষে ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৭ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা মোকাবেলায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের কৃতিত্ব

প্রতিদিনিই রেকর্ড ছাড়াচ্ছে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা দেশে। করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন, ডাক্তার ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছে পুলিশ। এ পর্যন্ত ৭ জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে মৃত্যু বরণ করেণ। সেই সাথে ১৭৫৬ জন পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। যাদের বেশির ভাগই কনস্টেবল।

গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরে করোনা আতঙ্ক শুরু হয় এবং অঘোষিত লক ডাউন করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও ১০ মে থেকে সীমিত আকারে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়। করোনা ক্রান্তিকালের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

কখনো মাইক হাতে লোকজনকে সচেতন করা, কখনো লিফলেট হাতে , কখনো লাঠি হাতে, আবার কখনো খাদ্য সামগ্রী বিতরণে। প্রায় সব খানেই পুলিশের উপস্থিতি ব্যাপক। করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি মাঠে থাকছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। তবে এখনো পর্যন্ত মেহেরপুরে দায়িত্বরত কোন পুলিশ সদস্যের করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে ৭জন। এদেও মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নির্দেশে করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার পুলিশ সদস্যরা প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে। করোনা মোকাবেলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ সুপার নিজেই। আজ বুধবার মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও প্রধান সড়কে জন সচেতনাই লিফলেট বিতরণ করেণ তিনি।

এছাড়াও করেনা মোকাবেলাই বেশ কৃতিত্বের সাথে কাজ করছে জেলা গোয়েন্দা বিভাগ ও ট্রাফিক বিভাগ। চলাচলে নিয়ন্ত্রন ও জনসগাম রোধে ব্যাপক প্রশংসীত।

বুধবার লিফলেট বিতরণ কালে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই আমরা প্রতিরোধের জন্য কাজ করছি। সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত ও জনগনকে ঘরে ফেরাতে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দোকানপাট গুলো ও শপিংমল গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। এছাড়াও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলামান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৬৯ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১৬২ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ১৭ হাজার ৮২২ জন।

এছাড়া নতুন করে ২১৪ জনসহ মোট ৩ হাজার ৬১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

বুধবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

কুয়েত থেকে ফিরেছেন ৩ শতাধিক প্রবাসী কর্মী

কুয়েত থেকে দেশে ফিরেছেন তিন শতাধিক বাংলাদেশী প্রবাসী কর্মী। গতকাল মঙ্গলবার সাড়ে ছয়টায় ১২০ জন এবং অন্য আরেকটি ফ্লাইটে ১৮০ জন কর্মী বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন।

কুয়েত ফেরত ৩০০ জন কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডমোট থেকে জরুরি সহায়তা হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে প্রবাসী কর্মীদের হাতে এই জরুরি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

কুয়েত ফেরত কর্মীরা বলেন, কুয়েত সরকারের সাধারণ ক্ষমার অধীনে তারা গত ১১ মে দেশে ফেরার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন আর তখন থেকেই কর্মীরা ক্যাম্পে অবস্থান করেন।

কর্মীরা কুয়েত সরকার কতৃক পরিক্ষা করা করোনা (Covid-19) নেগেটিভ সাটিফিকেট নিয়ে দেশে ফেরেন। এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্মীদের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করে হোম কোয়ারেন্টিনের নির্দেশ দিয়ে নিজ নিজ বাড়ির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়ে। আজও দু’টি বিশেষ ফ্লাইটে ফিরবেন ৩৪০ বাংলাদেশি বলে জানা যায়।

গত এপ্রিল মাসে কুয়েতে থাকা অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করে দেশটির সরকার।

ওই সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে প্রায় ৫ হাজার অবৈধ অভিবাসী বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছে। এরপর ১৬, ১৭, ২১ ও ২২ মে কুয়েত এয়ারওয়েজ ও আল জাজিরার আরো যাত্রীদের ফেরার কথা রয়েছে। সাধারণ ক্ষমায় নিবন্ধনকৃত প্রবাসীদের বিমান টিকেট ও থাকা খাওয়া কুয়েত সরকার বহন করছে। এই সব প্রবাসী পুনরায় নতুন ভিসায় কুয়েতে যেতে পারবে। সূত্র-যুগান্তর

আনসার বাহিনীর উপমহাপরিচালকসহ শতাধিক করোনায় আক্রান্ত

আনসার বাহিনীর উপমহাপরিচালকসহ শতাধিক সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক কাজী শরীফ কায়কোবাদ মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, এছাড়া অন্যান্য স্থানে দায়িত্ব পলনকালে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক উপমহাপরিচালকসহ আরও ১০৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন একজন। তার নাম আব্দুল মজিদ। আইডি নং-১৩১৮৯ (বগুড়া)। তিনি অঙ্গীভূত হয়ে ভাটারা থানায় কর্মরত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার তিনি মারা যান।

আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক কাজী শরীফ কায়কোবাদ আরও জানান, আক্রান্তদের মধ্যে বাহিনীর উপ-মহাপরিচালক একজন, ৬৪ জন ব্যাটালিয়ন আনসার, ৯৪ জন অঙ্গীভূত আনসার, একজন মহিলা আনসার ও একজন নার্সিং সহকারী রয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, সাজেদা মেডিকেল ও রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বাহিনীর ১৫০ জন সদস্য চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন সুস্থ হয়েছেন।

এদিকে জাতীয় সংসদ ভবনে নিরপত্তার দায়িত্ব নিয়োজিত ৫৮ জন আনসার সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার তাদের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। সুত্র-যুগান্তর

পুরুষের বোবা কান্না-এস আই মেহেদী

পুরুষের বোবা কান্না প্রেক্ষিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন২০০০(সং২০০৩)

আজ মনটা ভিষন খারাপ। প্রিয় সহকর্মী, এস.আই আব্দুল কাদের ভাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি।

তাঁর খুব মুরগীর মাংস খেতে মন চেয়েছে। ওসি স্যার বাসা থেকে মুরগির মাংস রান্না করে এনেছেন কাদের ভাইয়ের জন্য। রাত ৮.০৫ মিনিটে বেতার যন্ত্র বুঝে নিয়ে ডিউটি শুরু করবো। বেতার কং আশরাফ ভাই খুবই মিষ্টভাষী একজন মানুষ। সালাম স্যারঃ আপনার কি স্পেশাল ৭১ ডিউটি স্যার?

আমিঃ হ্যাঁ, আশরাফ ভাই। কোন ম্যাসেজ আছে নাকি?
না স্যার তেমন কিছু না, ঐ কাদের স্যারের জন্য ওসি স্যার মুরগির মাংস দিয়েছে। যদি স্যার কস্ট করে একটু পৌছে দিতেন, স্যার। নিশ্চয় নিশ্চয়।

দেন দেন! স্যার, আর একটা ম্যাসেজ আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আপনার এলাকার কিছু ত্রাণ আছে স্যার, পৌছে দিবেন। আপাতত এইটুকুই স্যার।

ছুটে চললো গাড়ি রাজার বাগের দিকে। অনেকদিন পরে মিরপুরের বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি যতই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ততোই যেন চেনা এই শহরটা বড় বেশি অচেনা মনে হচ্ছে। কোথাও কেউ নেই মাঝে মাঝে দুই একটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি।

কখনো কখনো অত্যন্ত উদাসী বাইক আরোহী ছুটে চলেছে আপন গন্তব্যে ফাঁকা রাস্তাধরে। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে মলিন মুখে এক ট্রাফিক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দিকে তাকাতেই কেন যেন মনে হলো জনশূন্য এই শহরে বেচারা বড় বেশি একাকিত্বে ভুগছেন। আর প্রিয় জনের প্রিয় স্মৃতি গুলো হাতড়াচ্ছেন।

আমি গাড়ির গ্লাসটা আর একটু নামিয়ে ড্রাইভার কিবরিয়া কে বললাম এই এটা কি বিজয় স্মরনী? জ্বি স্যার!
বিজয় স্মরনিতে আজ আর কোন সিগনাল নাই। নাই গাড়ির লম্বা লাইন। বার

বার উচ্চস্বরে কানফাটানো হর্ন বাজিয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সেই দামি দামি গাড়ি থেকে শুনা যাচ্ছেনা ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্য দেওয়া সেই তির্যক গালি।

সেই ভদ্রলোক গুলো আজ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে নিজ গৃহে অবস্থান করছে। কিন্তু আজো একপায়ে ঠাই দাড়িয়ে আছে, পরিবার পরিজন ফেলে বিজয় স্মরণীর মোড়ের সেই ট্রাফিক কনস্টেবল। এই সব ভাবতে ভাবতেই একসময় আমাদের গাড়ি পৌছে গেলো রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের গেটে। গেটে দ্বায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা জানালেন এখন কোন কিছু দেওয়া যাবে না।

তাদের অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু কিই বা তাদের করার আছে? তারাও তো নিয়মের বেড়াজালে বন্দী। ঘটনাটি ওসি স্যারকে মোবাইল ফোনে অবহিত করে আবারো রওনা করলাম থানার দিকে।

ফাঁকা রাস্তাদিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। হঠাৎ দেখি রাস্তা জ্যাম। গাড়িথেকে নেমে জানতে পারলাম ত্রাণের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেছে। মনে পড়ে গেলো মুরব্বিদের মুখ থেকে শোনা সেই কথাটি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান বানতে হয়।

আমাদেরও ধান বানা শুরু হলো। শতাধিক জনতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলাম। ভুলে গেলাম সামাজিক দূরত্ব ও করোনার ভয়। আবারো ছুটে চলেছি থানার দিকে এতোক্ষণ বেতার যন্ত্রটার দিকে খেয়াল ছিলোনা। হঠাৎ দেখি বেতার যন্ত্রটি বেজে চলেছে।
ইকো ৭১! স্পেশাল ৭১! লোকেশন কোথায় স্যার? বললাম, থানার কাছাকাছি। একটা নাম্বার লিখেন স্যার। ৯৯৯ এর কল ব্যবস্থা নেন স্যার। প্রাপ্ত নাম্বার টিতে ফোন করে পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা জানতে চাইলাম। অপর প্রান্তথেকে এক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত কর্কস কন্ঠে জানতে চাইলো আমি কোথায়?

আমি আমার অবস্থান জানিয়ে তার সম্যার কথা জানতে চাই। তিনি বললেন, তার স্বামী তার বাচ্চাদের মারধোর করছে। আমি ভদ্র মহিলাকে বললাম, আপনার বাচ্চা মানে কি, বাচ্চা কি আপনার স্বামীর না? বাবাতো বাচ্চাদের একটু শাসন করতেই পারে।

এখানে আমাদের কি করার আছে। তার পরে তিনি যেটা বললেন, তার স্বামী বাসার কোন খরচ দেই না। এইসব বিষয় নিয়ে আজ আমাকে ও আমার বাচ্চাদেরকে মারধর করেছেন। আমি ভদ্র মহিলাকে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়ায় উনি খুব রেগে গেলেন। উনি আমাকে

শুনাইতে ভুললেন না যে, উনার অনেক বড় বড় পুলিশ অফিসার আছেন।

ভদ্র মহিলার কথা শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো আমি উনার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন করে পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রীর দেওয়া অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলাম।

ভদ্রলোক পেশায় একজন ডাক্তার। তার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকুরী করে। গত চারমাস তিনি বেতন পাননি। তারপরেও গত মাসে ৮৫,০০০/= হাজার টাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে তিনি ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেছেন। তাদের মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে, আর ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রী কখনোই বাবা মার সাথে থাকেন নি। তিনি যে গালি গুলো আমাকে শুনালেন তা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশালীন যা লিখা সম্ভব না। তিনি আরো যেটা বললেন তাকে দুই দুই বার মেরে রক্তাক্ত করেছেন। তিনি লোক লজ্জার ভয়ে থানা পুলিশ করেন নি।

তার সাথে আমার আট মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ডের কথার মধ্যে পুরোটা সময় জুড়ে কেঁদেছেন আর বার বার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পারিনি আমি তদন্ত করে তার কোন উপকার করতে। দিয়েছি শুধুই শান্তনা। পারিনি এরকম হাজারো পুরুষের কান্নার কোন জবাব দিতে। তাইতো বলি আইন হবে মানবের কল্যানে কেন তা হবে নির্যাতনের হাতিয়ার?

মেপ্র/এমএফআর

গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে: কাদের

বিএনপির রাজনীতি এখন টেলিভিশন নির্ভর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেছেন, টেলিভিশন না থাকলে তাদের রাজনীতি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত। গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুধবার সকালে রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

করোনা মোকাবেলায় ট্রাস্কফোর্স গঠনে বিএনপির দাবির বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন,পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনৈতিক টাস্কফোর্স গঠিত হয়নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বিষয়ে টাস্কফোর্স।

বিএনপি এখনও নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে আটকা আছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশের এই সংকটে বিএনপিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারে বিশ্বাসী নয়,তিনি কাজে বিশ্বাসী।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িককে আওয়ামী লীগের পক্ষে শুভেচ্ছা জানান। দলীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার মৃত্যুতে ওবায়দুল কাদের গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চলতি মাসে প্রচণ্ড গরমের পূর্বাভাস, তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৪০ ডিগ্রি

চলতি মাসে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। একইসঙ্গে এ মাসেই তীব্র বজ্রঝড়ের শঙ্কাও রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি এক পূর্বাভাসে এমনটা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

সরকারের এ বিভাগটি জানিয়েছে, মে মাসে দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দু’টি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে অন্তত একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
এছাড়া দেশের উত্তর থেকে মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত ২-৩দিন মাঝারি/তীব্র বজ্রঝড় (কালবৈশাখী) ও দেশের অন্যত্র ৩-৪ দিন হালকা/মাঝারি বজ্রঝড় (কালবৈশাখী) হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হবে।

অন্যদিকে, দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি তীব্র তাপপ্রবাহ (৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং অন্যত্র ১-২টি মৃদু (৩৬-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস)/মাঝারি (৩৮-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা মে মাসে ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র প্রধান নদ-নদীর সমূহের স্বাভাবিক প্রবাহ বিরাজমান থাকবে।

কৃষি আবহাওয়ায় এ মাসে দেশের দৈনিক গড় বাষ্পীভবন ৪-৫ মিলিমিটার এবং গড় সূর্য কিরণ কাল ৬ দশমিক ৫ থেকে ৭ দশমিক ৫ ঘণ্টা থাকবে।